1.1 নির্দেশনা—অর্থ, সংজ্ঞা এবং কার্যাবলি (Guidance—Meaning, Definitions and Functions)

নির্দেশনা (Guidance)

'গাইডেন্স' শব্দটি নেওয়া হয়েছে ইংরেজি 'to guide' ক্রিয়াপদ থেকে। যার অর্থ পরিচালনা করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ, গাইডেন্স এমন একটি কাজ যার দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি তার যোগ্যতা, দক্ষতা, আগ্রহ ইত্যাদি অনুসারে সর্বাধিক বিকাশলাভের পথে অগ্রসর হতে পারে। যিনি তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে এই বিষয়ে কাউকে পরিচালিত করে থাকেন তাঁকে বলা হয় 'গাইড'।

গাইডেন্স পদ্ধতিটিকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে—

1. কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বৃত্তি বা পেশার প্রয়োজনে আমরা গাইডেন্স পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারি। আবার,
2. কোনো শিশু বা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য তাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি গাইডেন্স পদ্ধতি। অভিভাবক, শিক্ষক, কাউন্সেলার, ডাক্তার, মনোবিদ, কেরিয়ার মাস্টার, সমাজকর্মী বা গাইডেন্স কর্মীরা এই ধরনের কাজে সাহায্য করে থাকেন।

1.1.1. নির্দেশনার অর্থ (Meaning of Guidance)

নির্দেশনা মানবসমাজে নতুন কিছু নয়। স্মরণাতীতকাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন সময়ে একে অপরের সাহায্য নিচ্ছে। কোনো কঠিন সময়ে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণে আমরা অভিজ্ঞ এবং বয়স্কদের সাহায্য নিয়ে থাকি, পিতা পুত্রকে সঠিক পথে চলতে

Scanned with CamScanner

সহযোগিতা করেন, চিকিৎসক রোগীদের পরামর্শ দেন—এসবই নির্দেশনার দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ নির্দেশনার মধ্য দিয়েই যে ব্যক্তি ও সমাজ এগিয়ে চলেছে এ ব্যাপারে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। তবে এই ধরনের নির্দেশনা সুপরিকল্পিত নয়। বর্তমানে আমরা যে নির্দেশনার কথা বলব তার চরিত্র উপরে বর্ণিত নির্দেশনার দৃষ্টান্ত থেকে কিছু ভিন্ন। কারণ বর্তমানে পেশাগত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক নির্দেশনা পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভরশীল, নির্দেশকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর নয়। সংগঠিত, পরিকল্পিত কর্মসূচি হিসেবে নির্দেশনার প্রচলন দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে।

ইংরেজিতে 'গাইডেন্স' শব্দটির অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পালটে যায়, যেমন—তা নির্দেশ করা বোঝায়, পরিচালনা করা বোঝায়, কোনো পথনির্দেশে সাহায্য করা বোঝায় ইত্যাদি। শিক্ষাতত্ত্বে এই 'গাইডেন্স' শব্দটির অর্থ কোনো শিক্ষার্থীকে তার নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্দেশে সাহায্য করা বোঝায়। শুধু তাদের শিক্ষাগত বা ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাসমাধানেই নয়, সেই শিক্ষার্থীর আত্মসচেতনতা (Self awareness) বৃদ্ধি করাই নির্দেশনা বা Guidance পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোবিদ, অভিজ্ঞ শিক্ষক বা নির্দেশক (Guide) এই ধরনের নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

নির্দেশনা হল সাহায্যদানের এমন একটি প্রক্রিয়া যা কোনো ব্যক্তিকে স্বনির্ভর করে তুলতে সাহায্য করে। তার ব্যক্তিগত জীবনের চাহিদাপূরণ ও তৃপ্তি আনার কাজে সাহায্য করতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। মানসিকভাবে, তাকে শান্তি ও সন্তুষ্টি প্রদান করতে পারে, বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। অর্থাৎ উপযুক্ত নির্দেশনার সাহায্য পেলে সে নিজের জীবনের বিভিন্ন কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে, সিদ্ধান্তগ্রহণে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে, দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় এবং সর্বোপরি জীবনধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারে।

1.1.2. নির্দেশনার সংজ্ঞা (Definition of Guidance)

Jones-এর মতে, "কোনো ব্যক্তির পছন্দকরণে, অভিযোজনে এবং সমস্যাসমাধানে অপর কোনো ব্যক্তির সাহায্য করাই হল নির্দেশনা।" (Guidance is the help given by one person to another in making choices, adjustment and in solving problems.)

Crow এবং ***Crow***-এর মতে, "নির্দেশনা হল উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা যে-কোনো বয়সের একজন ব্যক্তিকে তার নিজের জীবন পরিচালনা করতে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ করতে, নিজের সিদ্ধান্ত নিতে, নিজের বোঝাকে বহন করতে সাহায্য করার জন্য উপলব্ধ সহায়তা প্রদান।" (Guidance is the assistance made available by

Scanned with CamScanner

■ নির্দেশনার পরিধি (Scope of Guidance) ঃ

প্রাথমিকস্তরে নির্দেশনার কর্মপরিধি ছিল খুবই সংকীর্ণ। বিদ্যালয় পরিবেশে অথবা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রাক্কালে নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীকে তার পরবর্তী শিক্ষাক্রম ও বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করতেন। কিন্তু নানা দিকে সমাজের বিস্তৃতি ও অগ্রগতির সাথে সাথে বিদ্যালয় স্তরে বৃত্তি নির্দেশনার বিষয় ছাড়াও আরো নানা বিষয়ের উদ্ভব হলো এবং তখন শুধুমাত্র বৃত্তি শিক্ষার গন্ডী ছাড়িয়ে

Scanned with CamScanner

ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য পেশাগত নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিল, ফলে নির্দেশনার পরিধি সংকীর্ণতার সীমা ছাড়িয়ে আরো ব্যাপকতা লাভ করল। বর্তমানে নির্দেশনা কেবল ভবিষ্যৎ কর্ম বা পেশা নির্বাচনে সহায়তার কাজে সীমাবদ্ধ নয়, নির্দেশনা বর্তমানে ভবিষ্যৎ পেশার সাথে ব্যক্তি কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে, কীভাবে তার কাজে উৎকর্ষ ও সন্তোষ লাভ করে নিজেকে সফল মনে করবে এবং তার কাজের ক্ষেত্রে নতুন নতুন চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে সে বিষয়ে নিরন্তর সাহায্য প্রদান করে চলে। বৃত্তি বা পেশার সদা পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে জীবনশৈলী পরিবর্তনের দক্ষতা অর্জনেও নির্দেশনা এখন সাহায্য করে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক কালে আমাদের জীবনের জটিলতা নানাভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, বাড়িতে বিবাহিত জীবনে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান, অবসর জীবনের দুঃখ কষ্টের লাঘব, সামাজিক মর্যাদা রক্ষা, সমাজ ও দেশের জন্য কিছু করা, সামাজিক দক্ষতা অর্জন ও বিকাশ ইত্যাদির মত নানা বিষয়ও আজ নির্দেশনার কর্মক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে।

বর্তমানে যুগ যুগ ধরে চলে আসা আমাদের সমাজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। সমাজ যতই উন্মুক্ত হচ্ছে ততই তার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে দেখা দিচ্ছে যৌনতা বিকাশের সমস্যা, অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের যৌন সমস্যার মোকাবিলায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করতে পারেন না। তার উপর বয়ঃসন্ধি উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার ব্যাপ্তি ঘটাচ্ছে — ধূমপান, মাদকাসক্তি, নানারকমের ড্রাগের নেশা যা বর্তমানে আমাদের ছেলেমেয়েদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে। অভিভাবক এবং তাদের ছেলেমেয়েরা আজ এইসব সমস্যায় এতই পীড়িত যে তাদের সকলেরই প্রয়োজন সঠিক নির্দেশনার। সুতরাং একথা বলা যায় যে বর্তমানে নির্দেশনার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে, তার সীমাও অসীমতা লাভ করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা নির্দেশনার পরিধিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যস্ত করতে পারি—

(1) **ব্যক্তিগত দিক** (Personal aspect) — ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমস্যা চিহ্নিত করা ও তার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।

(2) **শিক্ষাগত দিক** (Educational aspect) — শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক যেকোনো প্রকার সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা।

Scanned with CamScanner

(3) **বৃত্তিগত দিক** (Vocational aspect) — ব্যক্তির বৃত্তি নির্বাচন, ব্যক্তিকে বৃত্তিগ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, বৃত্তি সংক্রান্ত যেকোনো প্রকার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা এবং বৃত্তিসংক্রান্ত সমস্যার প্রতিকারে যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণে ব্যক্তিকে সহায়তা করা।

(4) **সামাজিক দিক** (Social aspect) — ব্যক্তির সামাজিক অভিযোজন সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলার ক্ষেত্রে নির্দেশনা সদর্থক ভূমিকা নেয়।

(5) **ব্যক্তির মূল্যায়ন** (Appraisal of individuals) — ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মূল্য নিরূপণে সহায়তা করা যা ব্যক্তির সর্বাধিক মাত্রায় বিকাশে সহায়তা করে।

(6) **পরামর্শদান** (Counselling) — বিভিন্ন অভীক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ব্যক্তিকে ওয়াকিবহাল করে, সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির জীবনের সঠিক গতিপথকে নির্দেশ করে ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সহায়তা করে।

(7) **স্থানীকরণ** (Placement) — নির্দেশনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য দিক হলো ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম বা পেশায় তাকে জায়গা করে নিতে সাহায্য করা।

(8) **অনুসরণমূলক ও গবেষণামূলক কাজ** (Follow up and research) — নির্দেশনা কর্মসূচির অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো শিক্ষার্থী বা ব্যক্তি তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কতটা সফলতা অর্জন করেছে তা পর্যালোচনা করা। বিশেষ করে স্থানীকরণের পর ব্যক্তির সফলতা ও ব্যর্থতাকে অনুসরণ করা এবং প্রয়োজনে গবেষণামূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নির্দেশনামূলক কার্যক্রমের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা।

Scanned with CamScanner

1.1.5. নির্দেশনার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Guidance)

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া নির্দেশনার সংজ্ঞাগুলি থেকে নির্দেশনার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরা হল—

- **নির্দেশনা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Guidance is a Continuous Process):** জন্ম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিজীবনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে নির্দেশনা প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়ে থাকে।
- **নির্দেশনার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই (Guidance has no age limit):** ব্যক্তিজীবনে নির্দেশনার ব্যাপ্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে শিশু যখন নিজ সম্পর্কে সচেতন হয়, কিছু করার সামর্থ্য যখন তার মধ্যে গড়ে ওঠে, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নির্দেশনার প্রয়োজন। একেবারে শৈশব অবস্থায় ব্যক্তিকে যে পরিচর্যা করা হয় তাকে নির্দেশনার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না, কারণ শিশু তখন সম্পূর্ণ অসহায় থাকে। নিজের কোনো কিছু করার সামর্থ্য তার থাকে না। এই ধরনের সহযোগিতাকে নির্দেশনা বলা যায় না, একে Nursing বা পরিচর্যা বলা হয়। নির্দেশনার সময়কাল সারা জীবনব্যাপী হলেও এর রকমফের আছে। একটি শিশুর যে ধরনের নির্দেশনার প্রয়োজন একটি যুবকের তা নয়।

Scanned with CamScanner

আবার যুবা বয়সে নির্দেশনার যা রূপ বয়স্কদের ক্ষেত্রে তা নয়। সমস্যার চরিত্রই নির্দেশনার প্রকৃতি নির্ণয় করে। যেহেতু বয়সভেদে সমস্যার সবরকম মাত্রার পরিবর্তন দেখা যায়, সেইজন্য বয়সভেদে নির্দেশনার রূপও পরিবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যায় যে, বিভিন্ন কারণে জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ সংকট দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ—বয়ঃসন্ধিক্ষণ, বার্ধক্য ইত্যাদি। এইসময়ে বিশেষভাবে বিশেষ ধরনের নির্দেশনার প্রয়োজন, অন্যথায় ব্যক্তিজীবনে নানান অপসংগতি দেখা দিতে পারে।

- **নির্দেশনা একটি লক্ষ্য অভিমুখী প্রক্রিয়া (Guidance is a Goal Oriented Process):** শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য স্থির করতে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য নির্দেশনা সাহায্য করে থাকে।
- **নির্দেশনা একটি মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া (Guidance is a Psychological Process):** নির্দেশনার দ্বারা ব্যক্তির অন্তর্গত বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্যগুলিকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় এবং নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার স্বাতন্ত্র্যগুলিকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে থাকে।
- **নির্দেশনা সকলের জন্য প্রয়োজন (Guidance is Necessary for All):** পূর্বে নির্দেশনাকে প্রতিকারের উপায় হিসেবেই বিবেচনা করা হত অর্থাৎ মনে করা হত যাঁরা সমস্যাক্রান্ত কেবল তাঁদের জন্যই নির্দেশনার প্রয়োজন। বর্তমানে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। এখন নির্দেশনার কাজ তিনটি—প্রতিকার (Curative), প্রতিবিধান (Preventive) ও বিকাশ (Development)। শুধুমাত্র সমস্যাক্রান্তদের জন্য নয়, ভবিষ্যতে যাতে সমস্যাক্রান্ত হতে না হয় বা আক্রান্ত হলেও ব্যক্তি যাতে নিজে সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম হয়, সেইভাবে ব্যক্তিকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নির্দেশনাই গ্রহণ করে। এ ছাড়া ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে নির্দেশনা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বয়স নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন দিকে অভিযোজনে প্রয়োজনীয় তথ্যসরবরাহ করা, প্রয়োজনীয় উপকরণের অনুসন্ধান দেওয়া নির্দেশনারই কাজ।
- **নির্দেশনা বস্তুনিষ্ঠ (Guidance is Objective):** নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার শক্তিশালী এবং দুর্বল স্থানগুলি সম্পর্কে অবহিত করে। এর ফলে ব্যক্তি একদিকে যেমন বস্তুনিষ্ঠভাবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে পারে অন্যদিকে তেমনই চেষ্টা ও অনুশীলনের দ্বারা তার দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী হয়।
- **নির্দেশনা একটি প্রতিকারমূলক এবং প্রতিবিধানমূলক প্রক্রিয়া (Guidance is a Remedial and Preventive Process):** নির্দেশনা একইসঙ্গে প্রতিকার এবং প্রতিবিধানমূলক কাজ করে থাকে। নির্দেশনার দ্বারা ব্যক্তি তাঁর জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে পারে। আবার সঠিক নির্দেশনাই ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে সমস্যা না আসে তার জন্য সাহায্য করে থাকে।

Scanned with CamScanner

- **নির্দেশনা সময়সাপেক্ষ (Guidance is Time Consuming):** নির্দেশনা একটি বিকাশমুখী প্রক্রিয়া। একটি বা দুটি বৈঠক (Sitting) বা আলোচনায় নির্দেশনা শেষ হয় না। এরজন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতার মধ্যে যত বেশি আলোচনা হয় ততই উভয় উভয়কে ভালোভাবে বুঝতে পারে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল হয়। ফলে নির্দেশনার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অধিক হয়।
- **নির্দেশনা একটি বিশ্বস্ত প্রক্রিয়া (Guidance is a Faithful Process):** শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের উপর আস্থা রাখতে হবে। শিক্ষার্থী যে নিজেই নিজের সমস্যাসমাধান করতে পারে এ ব্যাপারে আস্থাশীল হতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে না গিয়ে যেসব ক্ষেত্রে তারা অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা সাহায্য চাইছে কেবলমাত্র সেইসব ক্ষেত্রেই সাহায্য করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতার পরিবেশে অধিকাংশ পিতামাতাই প্রতিটি ক্ষেত্রে সন্তানকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যান। এমনকি যেসব কাজ শিক্ষার্থীরা করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক সেইসব ক্ষেত্রেও পিতামাতা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন। এর ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে, নিজের বোঝা বইতে সাহস পায় না। সর্বদাই পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
- **নির্দেশনা একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া (Guidance is a Democratic Process):** ব্যক্তি নির্দেশনা গ্রহণ করবে কিনা তা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির উপর নির্ভর করে থাকে।
- **নির্দেশনা একটি মিথস্ক্রিয়ামূলক প্রক্রিয়া (Guidance is an Interactive Process):** নির্দেশনা হল একপ্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক প্রক্রিয়া। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনের দ্বারা এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়ে থাকে।
- **নির্দেশনা একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া (Guidance is a Universal Process):** যে-কোনো ব্যক্তি অন্য যে-কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। তাই এটি একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া।
- **নির্দেশনা একটি ব্যক্তিগত বৈষম্যমূলক প্রক্রিয়া (Guidance is an Individual Differential Process):** নির্দেশনা ব্যক্তি বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়ে থাকে।

1.1.6. নির্দেশনার কার্যাবলি (Functions of Guidance)

নির্দেশনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমেরিকার বোস্টন শহরে সমাজসংস্কারক **ফ্রাঙ্ক পারসন** (***Frank Person***) কতিপয় তথাকথিত বখাটে যুবকের উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা এবং মাঝেমধ্যে সমাজ অবাঞ্ছিত কাজের প্রতিবিধানের জন্য তাদের কর্মে নিযুক্ত করতে উদ্যোগী হন এবং এর জন্য উক্ত যুবকদের

Scanned with CamScanner

জ্ঞান, আগ্রহ এবং মেধা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের কার্যে নিয়োগ করেন। এই ঘটনাকে পরিকল্পিতভাবে নির্দেশনার সূচনা বলা হয়। একই সঙ্গে বলা যায় যে, নির্দেশনার প্রধান কাজ হল ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণসাধন। কীভাবে নির্দেশনা কর্মসূচি ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণসাধন করে তা এখানে আলোচনা করা হল।

নির্দেশনার সামাজিক কার্যাবলি (Social Functions of Guidance)

1. **সভ্যতা ও নির্দেশনা (Civilisation and Guidance):** সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে আমরা উপরে উঠছি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্য সবই আমাদের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করছে, সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এই সভ্যতা ভোগবাসনার শুধু জন্মই দিচ্ছে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিও ঘটাচ্ছে। এর ফলে ব্যক্তির মনের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতি সমাজকে বেঁধে ফেলছে। অন্যের পাওয়া এবং নিজের পাওয়ার মধ্যে তুলনা ব্যক্তির মধ্যে হতাশার কারণ হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রা সভ্যতার অগ্রগতিতে একদিকে যেমন অপরিহার্য, অন্যদিকে সমাজের পক্ষে অনেক সময় ক্ষতিরও কারণ হয়। তাই সমাজ নিজের স্বার্থেই বিভিন্ন রক্ষাকবচের দ্বারা এগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। এই রক্ষাকবচের মধ্যে অন্যতম হল নির্দেশনা কর্মসূচি।

2. **মানবসম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার (Proper utilisation of Human Resources):** জনসংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমানে জাতীয় জীবনের অন্যতম সমস্যা। এই বৃদ্ধিকে আমরা বোঝা বলে ভাবছি। বোঝা না ভেবে এদের যদি সম্পদ বলে ভাবি এবং সেইভাবে ব্যক্তি ও পরিবেশকে গড়ে তুলি তাহলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই উপকৃত হবে। এর অর্থ এই নয় যে, পরিকল্পনাহীনভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমর্থন করা হবে। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যাকে যদি সম্পদ বলেই ভাবি তাহলে একে নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে রাখতে হবে এবং জনসংখ্যা যা আমরা সম্পদ বলেই মনে করি তার উপযুক্ত ব্যবহারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। জনসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার তখনই হবে যখন অসাধারণ, সাধারণ ও অতিসাধারণ অর্থাৎ সকলকেই সম্পদ বলে মনে করে তার উপযুক্ত ব্যবহার করা হবে। সাধারণেরা যাতে সমস্যাজর্জরিত জীবনের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে সে ব্যাপারে যেমন নির্দেশনা সর্বদা সজাগ থাকবে, তেমনই অসাধারণদের প্রতিভা যাতে দেশ ও সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় সে ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে। অসাধারণ বা প্রতিভাবানদের নির্দেশনা কর্মসূচি আরএকটি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিভা যদি সমাজ সমর্থিত পথে বিকশিত হওয়ার সুযোগ না পায় তাহলে অবাঞ্ছিত পথই সে ধরবে। একইভাবে বলা যায় যে, পিছিয়ে পড়া এবং প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে নির্দেশনা কর্মসূচি প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা

Scanned with CamScanner

গ্রহণ করবে। তারা যাতে নিজেদের অবহেলিত না ভেবে সমাজের অন্যান্যদের মতো নিজেদের সমাজেরই অংশ বলে মনে করে, তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পায়, সে ব্যাপারে নির্দেশনা কর্মসূচি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিবন্ধীরা সহজেই অন্যদের শিকার হয়ে পড়ে। বিপথে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তাদের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি। উপযুক্ত নির্দেশনা তাদের এই প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজের কল্যাণসাধন করতে পারে।

3. **সমাজের দুর্বল অংশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (Necessary steps for Backward Classes):** তপশিলিভুক্ত জাতি ও উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, নারী প্রভৃতি সমাজের দুর্বল অংশকে সমাজের মূলস্রোতে এনে জাতীয় উন্নয়নে তাদের কাজে লাগানো সাংবিধানিক দায়িত্ব। পুঞ্জীভূত অবহেলা, চরম দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতার ফলে এরা সর্বদা কুঁকড়ে থাকে। সরকার এদের জন্য যে সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করেছে তা গ্রহণ করা দূরে থাক, এ সম্পর্কে তারা জানতেই পারে না। যার ফলে মূলস্রোতে উঠে এসে তারা জাতির উন্নয়নে তাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ পায় না। নির্দেশনা এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এইসব পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা যেসব সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করেছে সে সম্পর্কে তথ্যসরবরাহ করা এবং কীভাবে এই সুযোগসুবিধা গ্রহণ করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নির্দেশনাকে গ্রহণ করতে হবে।

4. **অবকাশ সময় যাপন (Utilisation of Leisure):** অবকাশ সময় যাপনের সমস্যা বর্তমানে একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতা, দীর্ঘায়ু, অপেক্ষাকৃত কম কাজের সময় প্রভৃতি নানা কারণ আমাদের হাতে যথেষ্ট অবকাশ সময় এনে দিয়েছে। এই অবকাশ সময় একদিকে যেমন সৃষ্টির কাজে ব্যয় হতে পারে অন্যদিকে তেমনই ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে যাতে অবকাশ সময় ব্যয় হয় সেদিকে লক্ষ রাখা নির্দেশনা কর্মসূচির দায়িত্ব। শিক্ষা, আগ্রহ, ক্ষমতা, রুচি, পরিবেশ, আমোদ-প্রমোদের সুযোগ অবকাশ সময় যাপনের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো ব্যক্তি কী ধরনের কাজে অবকাশ সময় যাপন করলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ হয় সে সম্পর্কে পরামর্শ নির্দেশনা কর্মসূচির অন্তর্গত।

5. **শিক্ষা ও নির্দেশনা (Education and Guidance):** শিক্ষাও সমাজ পরিসেবামূলক একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটির সার্থক রূপদানে নির্দেশনাকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়। শিক্ষা সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহ ও শিক্ষার্থীদের নিকট তা পৌঁছে দেওয়া, শিক্ষার্থীর শিক্ষা পরিকল্পনা এবং

Scanned with CamScanner

শিক্ষাজীবনে বিভিন্ন রকমের সহযোগিতা, শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাসমাধান প্রভৃতির দায়িত্ব নির্দেশনাকে গ্রহণ করতে হয়। সমাজ তার প্রত্যাশা পূরণে শিক্ষার সাহায্য গ্রহণ করে, নির্দেশনা শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গক্রমে একটি সতর্কবাণী স্মরণ করা আবশ্যক। শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ যেন কখনোই তার গণ্ডি অতিক্রম না করে। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে যেন কোনো দ্বন্দ্ব দেখা না যায়। ব্যক্তির নিজস্বতাকে মর্যাদা দান করে সামাজিক প্রত্যাশা, মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা বিবেচনা করে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করেই কাজ করতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে নির্দেশনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

6. **বৃত্তি ও নির্দেশনা (Vocation and Guidance):** বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি এবং ব্যক্তির জন্য সঠিক বৃত্তি নির্বাচন আর্থসামাজিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। বৃত্তি নির্বাচনে ভ্রান্ত মানবসম্পদের অপব্যবহার। সমাজকে তাই বৃত্তি নির্বাচনের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সমাজে বৃত্তি নির্বাচনে পিতামাতা, শিক্ষক, অভিভাবক এদেরই ভূমিকা প্রধান। বৃত্তি নির্বাচনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সামর্থ্য-দুর্বলতা কিছুই বিচার করেন না। অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানদের সম্পর্কে পিতামাতার মূল্যায়ন নৈর্ব্যক্তিক হয় না । বিভিন্ন বৃত্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণাও তাদের থাকে না। বৃত্তির আর্থিক দিক এবং সামাজিক মূল্য তাদের প্রভাবিত করে। বৃত্তি নির্দেশনা ব্যক্তিকে বৃত্তি সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে তার পক্ষে উপযুক্ত বৃত্তিটি পছন্দ করতে সাহায্য করে। এই বৃত্তি পছন্দের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অর্থাৎ শিক্ষার্থীর যে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই দিকটিও উপেক্ষিত হয়। এইসব কারণের জন্যই বৃত্তি নির্বাচনে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদাতাই শিক্ষার্থীদের বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় যে, বৃত্তি নির্বাচনে শেষ সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করলেও তার জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা ও উপকরণ সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে বৃত্তি নির্দেশনা।

7. **মানসিক অস্থিরতার প্রশমন (Reducing tension):** ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী সমাজ ও প্রচণ্ড প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা আমাদের মধ্যে টেনশন বা অস্থিরতার সৃষ্টি করছে। উপযুক্ত নির্দেশনার অভাবে এই অস্থিরতা অনেক সময় ব্যক্তির মধ্যে মানসিক বিপর্যয় এনে দেয়। তাই ব্যক্তি তথা সমাজের কল্যাণেই বিদ্যালয়ে নির্দেশনা কর্মসূচি একান্ত জরুরি।

8. **পিতামাতাকে সহায়তাদান (Helping Parents):** ব্যক্তির সুসংহত বিকাশে গৃহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতার স্নেহচ্ছায়া, তাঁদের যত্ন, সন্তানের প্রতি সচেতনতা শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সাধারণত জননীরাই

Scanned with CamScanner

2. **ব্যক্তির বিকাশ (Individual Development):** বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনই একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। শৈশব, বাল্যাবস্থা, বয়ঃসন্ধিক্ষণ, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য সাধারণভাবে ব্যক্তিজীবনে এই ছয়টি স্তর দেখা যায়। স্তর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক সবদিক দিয়েই ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে অনেক সময় ব্যক্তি মানিয়ে নিতে পারে না। ফলে দেখা দেয় নানারকমের অপসংগতি। এই অপসংগতি যাতে ব্যক্তিজীবনে দেখা না দেয় বা দেখা দিলেও যাতে সহজে প্রতিকার করা যায় সে ব্যাপারে নির্দেশনা ব্যক্তিকে সাহায্য করবে। এ ছাড়া শিশুর সুসংহত ব্যক্তিত্ব বিকাশে নির্দেশনার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে নির্দেশনার তিন রকমের ভূমিকার মধ্যে বিকাশমূলক ভূমিকা অন্যতম।

3. **প্রাক্ষোভিক সমস্যাবলি (Emotional Problems):** ব্যক্তিজীবনে প্রাক্ষোভিক সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানা কারণে আমরা অনেক সময় প্রাক্ষোভিক সাম্যতা হারিয়ে ফেলি, যার ফলে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। এই প্রাক্ষোভিক সাম্যতা বজায় রাখতে নির্দেশনার সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। নির্দেশনা শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক অবস্থাকে তিনভাবে সাহায্য করে—
   1. প্রাক্ষোভিক সমস্যাকে বুঝতে এবং তার সমাধানে,
   2. অভিযোজনের বিভিন্ন পন্থা অনুধাবনে এবং
   3. আবেগ বা প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে।

   এ ছাড়া বয়ঃসন্ধিক্ষণে যে নতুন নতুন প্রক্ষোভের উদ্ভব হয় তার মোকাবিলায় নির্দেশনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নতুন প্রক্ষোভগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—(a) ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে হিতকর প্রক্ষোভ এবং (b) ব্যক্তিমানসের পক্ষে ক্ষতিকর প্রক্ষোভ। প্রথম দলের প্রক্ষোভের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আনন্দ, ভালোবাসা ইত্যাদি। এই প্রক্ষোভগুলি ব্যক্তির পক্ষে হিতকর হওয়ায় এগুলিকে ব্যক্তির সম্পদ বলে চিহ্নিত করা হয়। নির্দেশনার কাজ হল এগুলিকে উৎসাহিত করা। দ্বিতীয় দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—আক্রমণধর্মিতা, ভয়, দুশ্চিন্তা, হতাশা, নার্ভাসনেস, মানসিক চাপ ইত্যাদি। এগুলি কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় সে ব্যাপারে নির্দেশনা লক্ষ রাখবে।

4. **শিখনের বৈশিষ্ট্য (Learning Characteristics):** অধিত্যকা শিখনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চেষ্টা সত্ত্বেও যখন পঠনে কোনো উন্নতি লক্ষ করা যায় না তখন সেই অবস্থাকে অধিত্যকা বলে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শিখনের চরম সীমা উপস্থিত হয়েছে। উপযুক্ত নির্দেশনার সাহায্যে (যেমন—পাঠ পদ্ধতি পরিবর্তন, বিশেষ উৎসাহ প্রদান, বিশ্রাম ইত্যাদির সাহায্য) অধিত্যকা অতিক্রম

Scanned with CamScanner

সামাজিক ও মানসিক কার্যাবলির কথা বলা হয়েছে।

1.1.12. নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Guidance)

পরিবর্তনশীল সমাজজীবনে বিভিন্ন আর্থসামাজিক কাঠামোর বিবর্তনের মাঝে ব্যক্তিকে উপযুক্তভাবে অভিযোজিত করার কাজে নির্দেশনা প্রতিমুহূর্তে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী তা হল—

- গৃহ পরিবেশ ও পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য।
- আধুনিক শিক্ষার নানা Challenge-এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তার সমাধানের প্রয়োজনে।
- শিক্ষা ও সমাজের যথাযথ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ বিকাশের জন্য নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ***Dr. D S Kothari***-র নেতৃত্বাধীন ভারতীয় শিক্ষা কমিশনও অনুভব করেছিলেন। তাঁদের ভাষায়–"Guidance therefore should be regarded as an integral part of education and not a special psychological or social service which is perepherial to educational purpose."
- আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ব্যক্তির উৎপাদনমূলক পেশার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে যার সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য নির্দেশনার প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে, জীবনযাত্রায় বহু পরিবর্তনের ফলে সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে, যার ফলে মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, বিশ্বাস, অভ্যাস ইত্যাদির পরিবর্তন হচ্ছে। এর ফলে সৃষ্ট মিশ্র সংস্কৃতিতে ঠিকভাবে মানিয়ে চলার জন্য নির্দেশনার দরকার।

- প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় সমাজদর্শনের রূপান্তর, সমাজদর্শনের নতুন ধারা, বিশ্বায়নের প্রভাব—এইসব মিলিয়ে কোনো ব্যক্তি তার চলার পথে বহুক্ষেত্রেই দিশেহারা বোধ করতে পারে, যেখানে নির্দেশনা তাকে সঠিক দিক্‌নির্দেশ করতে পারে।
- সামাজিক পরিবর্তনের এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফলস্বরূপ মানুষের ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিক মানের অবমূল্যায়ন ঘটছে। যার ফলে সমাজে নানা ধরনের অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্দেশনা মানুষকে এই কুপ্রভাব থেকে বাঁচাতে পারে।
- শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন বৃত্তিমূলক পাঠক্রম, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি, আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্দেশনার গুরুত্ব অপরিসীম।
- শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেন শিক্ষক। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষক কেবলমাত্র পাঠদানই করেন না, তাঁকে নির্দেশনা ও পরামর্শদানের বাড়তি দায়িত্বটুকুও পালন করতে হয়।

শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক সাফল্যের পিছনে রয়েছে শিক্ষামূলক নির্দেশনা (Educational Guidance)। আলাদা নামকরণ করা হলেও আসলে শিক্ষা ও নির্দেশনা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

Scanned with CamScanner